গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল পরিকল্পনা, সড়ক এবং রেল শাখা

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.২২১

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৬
৩০ এপ্রিল ২০১৯

বিষয়: **নৌপথে ৬০০ মে.টন বোরো'১৮ সিদ্ধ চালের চলাচল সূচি।**

সূত্র: ১। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল এর ২১/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০০০.৫০.০১৩.১৮-৪৭০ নং স্মারক।
২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া এর ২৫/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখের ১৩.০৪.১০০০.০০৭.১৭.০০১.১১-২৯০৬ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলায় নতুন চালুকৃত হলতা এলএসডি'র সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬৫০ মে.টন। উক্ত এলএসডিতে ইপি/ওপি, ভিজিএফ মৎস্য, পবিত্র ঈদুল ফিতর, জিআর, কাবিখাসহ বিভিন্ন খাতে বিতরণের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল কর্তৃক সূত্রস্থ ১নং স্মারকে চালের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। আসন্ন সংগ্রহের স্বার্থে খালি জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং স্থানীয় চাহিদার অতিরিক্ত মজুতকৃত বোরো'১৮ সিদ্ধ চাল জেলার বাহিরে সরানোর জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া কর্তৃক সূত্রস্থ ২নং স্মারকে অনুরোধ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলায় চালুকৃত হলতা এলএসডিতে ইপি/ওপি, ভিজিএফ মৎস্য, পবিত্র ঈদুল ফিতর, জিআর, কাবিখাসহ বিভিন্ন খাতে বিতরণের জন্য নিমিত্তে বর্তমান মজুত, সাশ্রয়ী রুট বিবেচনায় নিম্নোক্তভাবে সিদ্ধ চালের চলাচল সূচি নির্দেশক্রমে জারি করা হলো। উল্লেখ্য বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলায় হলতা নতুন চালুকৃত খাদ্য গুদাম। উক্ত গুদামের রুট ও লট সিডিউলে অন্তভূর্ক্ত না থাকায় নিকটবর্তী কম দূরত্বের এলএসডি'র দূরত্ব অনুযায়ী পরিবহণ বিল দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাঘাবাড়ি ঘাট হতে নৌপথে চালের চলাচল সূচিঃ

ক্র. নং	প্রেরক জেলা	মাধ্যম	প্রাপক জেলা	প্রাপক কেন্দ্র		পরিমাণ (মে.টন)	পণ্য	মাধ্যম	মন্তব্য
১.	সিরাজগঞ্জ	বাঘাবাড়ি ঘাট	বরিশাল	হলতা	এলএসডি	৬০০	বোরো'১৮ সিদ্ধ চাল	নৌ	আখানি, রাজশাহী নিম্নোক্ত খাদ্য গুদাম হতে বাঘাবাড়ি ঘাটে পরিবহণ করাবেন। **জেলা বগুড়া :** গোসাইবাড়ী এলএসডি-৩০০ শেরপুর এলএসডি-২০০ নশরৎপুর এলএসডি-১০০

					মোট=	৬০০			

<u>পরিবহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলি পালনীয়ঃ</u>

১। সূচির বিপরীতে প্রেরিতব্য চাল সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক / উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি) কর্তৃক যাচাইকৃত হতে হবে এবং সংগৃহীত চালের মৌসুম, গুণগতমান ও আর্দ্রতা সু-স্পষ্টভাবে ইনভয়েসে উল্লেখ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেখানি বিশেষ তদারকি/নজরদারিতে চাল প্রেরণ করতে হবে;

২। প্রতি বার্জে এ প্রেরিত চালের বিশ্লেষণ বিবরণীসহ নমুনা অবশ্যই যৌথ স্বাক্ষরে সিলগালা করে ঠিকাদার/প্রতিনিধির নিকট দিতে হবে;

৩। প্রেরক ও প্রাপক কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট সাইলো অধীক্ষক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ব্যবস্থাপক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চাল পরিবহণ, বোঝাই ও খালাস কার্যক্রম তদারকি করবেন। কোথাও অনিয়ম/সমস্যা উদ্ভব হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং ত্বরিত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসহ খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন;

৪। কীট আক্রান্ত কোন খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে না। এলএসডি/সিএসডি'র ওয়ারেন্টি মোতাবেক চাল প্রেরণ করতে হবে;

৫। খাদ্যশস্য প্রেরণ ও প্রাপ্তি বিষয়ে প্রেরণ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ভি-ইনভয়েস মনিটরিং করবেন। প্রাপ্তি ইনভয়েস যথাসময়ে ফেরত পাঠাতে হবে এবং এ বিষয়ে আখানি, জেখানি, সাইলো অধীক্ষক, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। উল্লেখ্য যে, সূচির আওতায় প্রেরিত খাদ্যশস্য প্রাপক কেন্দ্র কর্তৃক প্রাপ্ত হলে ইনভয়েস ফেরত বিলম্বিত হওয়ার কারণেই পরিবাহিত খাদ্যশস্য পথখাতে প্রদর্শন করা যাবে না;

৬। ভি-ইনভয়েসে চালের গুণগতমান ও ধরণ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৭। সূচির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই প্রেরক কেন্দ্র থেকে ঠিকাদারভিত্তিক প্রেরণ বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক ফ্যাক্স/ই-মেইল যোগে অধিদপ্তরে চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৮। প্রেরিত নমুনা অনুযায়ী প্রাপকগণ খাদ্যশস্য বুঝে নিবেন এবং সূচি ঠিকাদারভিত্তিক প্রাপ্তি বিবরণী (জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতিস্বাক্ষরিত) ফ্যাক্সযোগে অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন;

৯। এ সূচি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ/ওয়েবসাইটে আপলোড করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অধীনস্থ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপক/এসএন্ডএমও/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অনুলিপি দিয়ে অবহিত করবেন;

১০। সূচির মেয়াদ আগামন ০৮/০৫/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে;

১১। সূচির নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ঠিকাদার খাদ্যশস্য পরিবহণে ব্যর্থ হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ জরুরি বিবেচনায় পরবর্তীতে নতুন সূচি কিংবা সরকারি স্বার্থে আগ্রহী ঠিকাদারদের অনুকূলে উপ-সূচি জারি করা হবে।

এতে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন রয়েছে।

৩০-৪-২০১৯
মোঃ সেলিমুল আজম
উপ-পরিচালক

বিতরণ :

১) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বিভাগ।
২) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী।
৩) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া, রাজশাহী।

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.২২১/১

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৬
৩০ এপ্রিল ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর

২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর
৩) পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৪) পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৫) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর। (খাদ্য অধিধপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)
৬) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল বিভাগ
৭) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল।
৮) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হলতা এলএসডি, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল

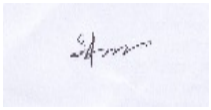

৩০-৪-২০১৯
মোঃ সেলিমুল আজম
উপ-পরিচালক